চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পানি পরীক্ষার জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠন।।

চট্টগ্রাম,২৮ জুন ২০১৮

হালিশহরে জন্ডিসের প্রকোপ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে সৃষ্ট জনবিভ্রান্তি ও জন আতংক দূরীকরণে নানামুখী আলোচনান্তে চট্টগ্রাম ওয়াসার পাইপ লাইন থেকে সরাসরি লাইন সরবরাহকৃত পানি এবং রিজার্ভারের সংরক্ষিত পানির নমূনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয। এ উপলক্ষে আজ বিকেলে চসিক মেয়র দপ্তরে সিটি মেয়রের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং চট্টগ্রাম জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরীকে আহবায়ক, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা.হুমায়ুন কবির ও ওয়াসা'র পক্ষ থেকে সহকারি প্রকৌশলী ইফতেখারুল্লাহ মামুনকে সদস্য করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষা পূর্বক আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশন বরাবরে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নির্দেশনা দিয়েছেন। এসময় চসিক প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, চট্টগ্রাম ওয়াসা চেয়ারম্যান এ কে এম ফজলুল্লাহ, সিভিল সার্জন ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী এবং চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন গঠিত কমিটির উদ্দেশ্যে বলেন, হালিশহরে জন্ডিসের প্রকোপ বৃদ্ধি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার খবরে চট্টগ্রাম ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতংক সৃষ্টি হয়েছে। জন আতংক দূর করা এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পানিতে জীবাণুর উপস্থিতি আছে কি না তা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি দুই ভাবে ওয়াসার পানি সংগ্রহ করে তা সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠাবে। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার পর আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্টটি কর্পোরেশনে জমা দেয়ার জন্য সিটি মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নগরবাসীকে আতংকিত না হয়ে খাওয়ার ও ব্যবহারের পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করার জন্য নগরবাসীর কাছে আহবান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন

হালিশহর আর্টিলারি সেন্টার সংলগ্ন এলাকার খাল সংস্কার গাইড ওয়াল ও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম- ২৮জুন ২০১৮

হালিশহর আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুল সংলগ্ন এলাকার খাল সংস্কার ,খালের দুই পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

আজ সকালে হালিশহর আর্টিলারি সেন্টার এর কমান্ডেন্ট এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিটি মেয়রের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতকালে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এ কথা বলেন। সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদল হালিশহর আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুল সংলগ্ন খাল সংস্কার সহ ছয়টি প্রস্তাবনা সিটি মেয়রের নিকট পেশ করেন। প্রস্তাবনা সমূহ গোডাউন বাজার হতে আব্বাস পাড়া সংলগ্ন ১০নং গেইট হয়ে গোলন্দাজ সড়ক পর্যন্ত অবস্থিত ১৫ ফুট প্রশস্ত খাল সংস্কার ও খালের দুই পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ করা, উক্ত খালের পাশ দিয়ে ওয়াক ওয়ে নির্মাণ ও লাইট পোস্ট স্থাপনসহ আলোকায়ন ব্যবস্থা, সেনানিবাসের অভ্যন্তরে ৫ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্ত ও কার্পেটিংকরণ, নাথপাড়া থেকে গোডাউন বাজার সংলগ্ন ৫নং গেইট পর্যন্ত দেওয়াল নির্মাণ, পোর্ট কানেকটিং রোডের হাক্কানি পেট্রোল পাম্প থেকে গোলন্দাজ সড়কের কালভার্ট পর্যন্ত ফুটপাতসহ রাস্তা সংস্কার করা,ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জের দক্ষিণ পার্শে অবস্থিত রাস্তা রেল লাইন হতে বাইপাস সড়ক পর্যন্ত আনুমানিক ৬’শ মিটার রাস্তা কার্পেটিং করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সিটি মেয়রে সহযোগিতা কামনা করেন। মেয়র প্রতিনিধিবৃন্দকে উত্থাপিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রæতি ব্যক্ত করেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ হালিশহর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে মহেশ খালের উভয় পাড়ে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সিটি মেয়রকে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে মেয়র প্রতিনিধিবৃন্দকে বর্ষা মৌসুমের পর পরই মহেশ খালের দুই পাড়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনার বিষয়টি অবহিত করেন। এ সভায় বর্জ্য অপসারন প্রসঙ্গে সিটি মেয়র বলেন সেনা নিবাস ও তার আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা গোডাউন বাজার এলাকায় ডাম্পিং করলে সেখান থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়মিতভাবে বর্জ্য অপসারন করবে। সাক্ষাতকালে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা সহ হালিশহর আর্টিলারি সেন্টার এর কমান্ডেন্ট উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকান্ড সকল সংগঠনের অনুকরণীয়-সিটি মেয়র

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখা আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান গতকাল বুধবার রাতে চট্টগ্রাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলিক শাখার সভাপতি আমিনুল হক বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রধান অতিথি ছিলেন । এই সভায় অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বলেন, মানবাধিকার আন্দোলনে অর্থ মুখ্য নয় দরকার সদিচ্ছা, আন্তরিকতা। দেশে সব ¶েত্রে ভালো মন্দ দুটি আছে। কোনো ¶েত্রে ভালোর পাল্লা ভারী, কোথাও মন্দের। কোনো কোনো মানবাধিকার সংগঠনের কারণে মানবাধিকার লক্সিঘত হয়। সেই ক্ষেত্রে আমিনুল হক বাবু মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকান্ড ভাবমূর্তি উজ্জ্বল। তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক শিশু-নারী উপকৃত হয়েছে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এগুলো এ সংগঠনেরই বড় দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রি. জেনারেল মো. জালাল উদ্দিন বলেন, মানবাধিকার আন্দোলন শুধু বক্তৃতা, পোস্টার, ফেসবুকের পোস্ট নয়। এটি মনে প্রাণে উপলব্ধির বিষয়। এর জন্য প্রধান কাজ আত্ম সমালোচনা, আত্ম পরিশুদ্ধি ও নাগরিক দায়িত্ব পালন করা। মানবাধিকার কর্মীরা সাধারণ নন, তারা সাহসী, উদ্যমী। তিনি সামাজিক অব¶য়ের প্রভাব হাসপাতালের ওপর পড়ছে বলে মন্তব্য করে বলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতাল ৫০০ শয্যা বিশিষ্ঠ। তারপরও এ হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার রোগীকে চিকিৎসাসেবা দিতে হচ্ছে বিধায় পর্যাপ্ত রোগীর সেবা দিতে পারছিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন আগামীতে আরো ৫০০ শয্যার ভবন ও ১০০ শয্যার বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে একটি বিশ্বমানের পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি ও একটি শিশু হাসপাতাল নির্মাণের প্রধানমন্ত্রী আগ্রহের কথা তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন সি প্লাস টিভির প্রধান সম্পাদক আলমগীর অপু এবং বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কমের ব্যুরো প্রধান তপন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন ।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নির্বাহী সভাপতি আল সাবেত দোভাষ সাগর, সহ-সভাপতি মনজরুল হক, সাধারণ সম্পাদক আসহাবুর রহমান, আসাদুজ্জামান খান, মশিউর রহমান, মো. বখতেয়ার উদ্দিন, চৌধুরী কেএম রিয়াদ, মঈনুদ্দিন কাদের লাভলু, মসিুদ পারভেজ, সাংবাদিক গোলাম সরওয়ার, হিমাদ্রী রাহা, আশরাফুল আলম আকাশ, এহসানুল হক, প্রমুখ।

পরে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চমেক পরিচালক ব্রি. জেনারেল মো. জালাল উদ্দিন, সি প্লাসের প্রধান সম্পাদক আলমগীর অপু, বাংলানিউজের ব্যুরো প্রধান তপন চক্রবর্তী, আশরাফুল আলম আকাশ, হিমাদ্রী রাহা, অ্যাডভোকেট সাবরিনা, আসাদুর রহমান, মনজুরুল হক, তানভীর শাহরিয়ার রিমন, ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, মহসিন ভূঁইয়া, মাসুদ পারভেজ, এমদাদ চৌধুরী, শেখ ওয়ালিদ হাসান, সুদর্শন দাশ, রিগ্যান আচার্য, মশিউল আলম, হাজি চান্দু মিয়া, তানজিদ কামরান, মো. নাসির উদ্দিনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন